গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

এবং

মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৮ - জুন ৩০, ২০১৯

সূচিপত্র

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র ৩

প্রস্তাবনা ৪

সেকশন ১: মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি ৫

সেকশন ২: মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) ৬

সেকশন ৩: কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ৭

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) ১৬

সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি ১৭

সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর নির্ভরশীলতা ২৪

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় সম্মানিভাতা ৫,০০০/- টাকা হতে ১০,০০০/- টাকায় বৃদ্ধি করে ভাতা বাবদ ৩ বছরে ৭,৪৩৩ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও খেতাবপ্রাপ্ত ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্য, বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারসহ মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের মোট ৭০২১ জনকে রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতা বাবদ ৩ বছরে প্রায় ৬৬৬.৪ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। ২৩,০৪৫ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের রেশন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। গত ৩ বছরে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সুবিধা বাবদ প্রায় ৭.২৫ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও পরবর্তী প্রজন্মের ২৯৫১ ছাত্র/ছাত্রী-কে প্রায় ৮.৮৭ কোটি টাকা বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ে সংরক্ষিত মুক্তিযোদ্ধাদের ভারতীয় তালিকা, লালমুক্তিবার্তাভুক্ত মুক্তিযোদ্ধার তালিকা, সকল ধরনের গেজেটভুক্ত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকাসহ বিদ্যমান বামুস ও সাময়িক সনদ-এর রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা ডিজিটাইজেশন করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে জেলা ও উপজেলায় মোট ২৯৩টি কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণসহ ভূমিহীন ও অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সারাদেশে ২০৫৫টি বাসস্থান নির্মাণ করা হয়েছে। ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণসহ ভূ-গর্ভস্থ স্বাধীনতা জাদুঘর নির্মাণ করা হয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে নারীদের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯১ জন নারীকে মুক্তিযোদ্ধা (বীরাঙ্গনা) হিসাবে গেজেট প্রকাশকরণসহ ১০,০০০/- টাকা হারে সম্মানীভাতা প্রদান করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

মুক্তিযোদ্ধাদের সঠিক ও নির্ভুল তালিকা প্রণয়ন, গেজেট, সনদ ও প্রত্যয়নের আবেদন সীমিত জনবল নিয়ে দ্রুততার সাথে নিস্পত্তিকরণ, বিভিন্ন কারণে উদ্ভূত রিট ও অন্যান্য মামলাসমূহ যথাসময়ে নিস্পত্তিকরণ ও মহানগর/জেলা ও উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা যাচাই-বাছাই কার্যক্রম সম্পন্নকরণ এবং অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা প্রধান চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

লালমুক্তিবার্তা ও ভারতীয় তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ও জামুকার সুপারিশকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের নাম পর্যায়ক্রমে গেজেটে প্রকাশ। পর্যায়ক্রমে সকল মুক্তিযোদ্ধাকে চিকিৎসা সুবিধা প্রদানসহ অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসনের নিমিত্ত সারাদেশে ৮ (আট) হাজার ফ্ল্যাট নির্মাণ ও শেয়ারিং পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বাণিজ্যিক/আবাসিক ভবন নির্মাণ, নতুন প্রজন্মের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রতকরণ এবং বিদ্যমান "The Bangladesh (Freedom Fighters) Welfare Trust Order, 1972 (President's Order)"কে বাংলা ভাষায় "বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট" আইনে রূপান্তরপূর্বক হালনাগাদকরণ। সম্মানি ভাতাভোগী মুক্তিযোদ্ধাদের G2P (ইলেকট্রনিক) পদ্ধতিতে সম্মানি ভাতা প্রদানের করার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- ১.৮৫২ লক্ষ জন মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের এবং ৭০২১ জন যুদ্ধাহত ও খেতাব প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানি ভাতা প্রদানসহ কমপক্ষে ৩৭০ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সুবিধা প্রদান;
- ২৩,০৪৫ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের রেশন সুবিধাসহ ২৯০০ জন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও পরবর্তী প্রজন্মকে উচ্চ শিক্ষার জন্য বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি প্রদান;
- ২৪০০ জন মুক্তিযোদ্ধাদের (বীরাঙ্গনাসহ) নাম সংশোধনীসহ গেজেটে প্রকাশ ও গেজেট সংক্রান্ত অভিযোগ নিস্পত্তি এবং ১০০০টি সাময়িক সনদের আবেদন নিস্পত্তি ও ১২০০ জনকে প্রত্যয়নকরণ;
- ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসন সংকট নিরসনের জন্য ৪০ টি ফ্ল্যাট/ইউনিট এবং ৩ টি জেলা ও ৬০টি উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্তকরণ; এবং
- G2P পদ্ধতির মাধ্যমে (ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে) পাইলট কর্মসূচি হিসেবে ৩৫০ জন মুক্তিযোদ্ধার সম্মানি ভাতা প্রদান।

প্রস্তাবনা (Preamble)

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

এবং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-এর মধ্যে ২০১৮ সালের জুলাই মাসের ০৪ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন ১

মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প (Vision)

মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনাকে সমুন্নত রেখে মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ সাধন।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ সাধন এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনাকে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ
২. মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণ
৩. বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনার জাগরণ এবং দেশাত্ববোধ শক্তিশালীকরণ
৪. প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন
২. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন
৩. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ
৪. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ

১.৪ কার্যাবলি (Functions)

১. মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রনয়ণ,গেজেট প্রকাশ ও ঘোষিত তালিকা সংরক্ষণ করা;
২. মুক্তিযোদ্ধাদের অধিকার ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন করা;
৩. মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানি ভাতা প্রদান করা;
৪. স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণের জন্য নীতি প্রণয়ন ও যুদ্ধের দলিলাদি সংরক্ষণ করা;
৫. মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট তুলে ধরা;
৬. মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
৭. সরকারি ,স্বায়ত্বশাসিত এবং আধা-স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের চাকুরির কোটা সংরক্ষণ মনিটরিং করা;
৮. স্বাধীনতাযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ, মুক্তিযুদ্ধের বধ্যভূমি/গণকবর, সম্মুখ সমরের স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করা; এবং
৯. যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস,শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস এবং মুজিবনগর দিবস পালন করা।

সেকশন ২

মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব	চূড়ান্ত ফলাফল সূচক	একক	প্রকৃত অর্জন ২০১৬-১৭	প্রকৃত অর্জন* ২০১৭-১৮	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৮-১৯	প্রক্ষেপণ		নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহের নাম	উপাত্তসূত্র
						২০১৯-২০	২০২০-২১		
মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীত (দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাব)	সুবিধাপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার হার	%	-	৯২.০০	৯৫.০০	৯৮.০০	১০০.০০	১.মুবিম, ২.সকম, ৩.বামুকট্রা, ৪.জামুকা, ৫.মুজাঘ, ৬.পিডব্লিউডি, ৭.এলজিইডি, ৮.বিআরডিবি, ৯.জেপ্র ও ১০.উপজেপ্র, ১১. বিবিএস	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন
নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ও আদর্শে উদ্বুদ্ধকরণ (মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রত করার উপর প্রভাব)	অংশগ্রহণকারী শিক্ষক ও শিক্ষার্থী	জন	-	১১৫০০	১২৪০০	১২৪১০	১২৯২০	১. মুবিম, ২. জামুকা, ৩. মুজাঘ, ৪. বামুকট্রা, ৫. জেপ্র ও ৬. উপজেপ্র	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন

*সাময়িক (provisional) তথ্য

সেকশন ৩

কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৬-১৭	প্রকৃত অর্জন* ২০১৭-১৮	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯					প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০	প্রক্ষেপণ ২০২০-২১
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
[১] মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ	৩৪	[১.১] মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের সম্মানি ভাতা প্রদান।	[১.১.১] সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি	জন (লক্ষ)	৪.৫	১.৮	১.৮৫	১.৮৫২	১.৮৫				১.৮৫৪	১.৮৬
		[১.২] যুদ্ধাহত,খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতা প্রদান।	[১.২.১] সুবিধাপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত ও খেতাবপ্রাপ্ত শহীদ মুক্তিযোদ্ধা	জন	৩	৬৯৫০	৭০২১	৭০২১	৬৯৭০	৬৯২০	৬৮৫০	৬৮২০	৬৯৫০	৬৯০০
		[১.৩] মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান-সন্ততিদের বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি প্রদান।	[১.৩.১] বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী	সংখ্যা	৩	২৩৫০	২৯০০	২৯০০	২৮৫০	২৮০০	২৭৭৫	২৭৫০	২৯০০	২৯০০
		[১.৪] যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের রেশন সুবিধা প্রদান।	[১.৪.১] সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সংখ্যা	৩	২২০০০	২৩০৪৫	২৩০৪৫	২২৯৯৫	২২৯৪৫	২২৯০০	২২৮৫০	২২০০০	২১০০০
		[১.৫] অনলাইনে মুক্তিযোদ্ধার ভুল তথ্য সংশোধন।	[১.৫.১] ভুল তথ্য কালানুবর্তী সংশোধনকৃত	কার্যদিবস	২			৩	৫	৭	৯	১১	২	২
		[১.৬] যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সুবিধা প্রদান।	[১.৬.১] সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সংখ্যা	২	৩০০	৩৬০	৩৭০	৩৬০	৩৫০			৩৬০	৩৪০
		[১.৭] মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের ক্ষুদ্রঋণ প্রদান।	[১.৭.১] সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি	জন	২	২১০০	২২০০	২৩০০	২২৭৫	২২৫০	২২২৫	২২০০	২৩০০	২৪০০
		[১.৮] মুক্তিযোদ্ধাদের নাম গেজেটে অর্ন্তভুক্তি (বীরাঙ্গনাসহ), সংশোধিত গেজেট প্রকাশ ও এ সংক্রান্ত আবেদন নিস্পত্তিকরণ।	[১.৮.১] নিস্পত্তিকৃত আবেদন	সংখ্যা	২	১২০০	৫০০০	২৪০০	২৩০০					
		[১.৯] হাট-বাজারের ইজারালব্ধ প্রাপ্ত ৪% অর্থ মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে বরাদ্দকরণ।	[১.৯.১] অর্থ বরাদ্দ কালানুবর্তী সমাপ্তকরণ	তারিখ	২			২৮.০২.১৯	৩০.০৩.১৯	৩০.০৪.১৯	৩০.০৫.১৯	৩০.০৬.১৯	২৮.০২.২০	২৮.০২.২১
		[১.১০] G2P পদ্ধতির মাধ্যমে (ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে) মুক্তিযোদ্ধা সম্মানি ভাতা প্রদান।	[১.১০.১] সম্মানি ভাতা ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে প্রদানকৃত (পাইলট কর্মসূচি হিসেবে)	জন	২			৩৫০	৩২০	৩০০			৩৫০	৩৬০
		[১.১১] যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের উন্নত মানের আইডি কার্ড প্রদান।	[১.১১.১] আইডি কার্ড প্রদানকৃত	সংখ্যা	২	৩০০	৩০০	২০০	১৯০				১৫০	৫০

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৬-১৭	প্রকৃত অর্জন* ২০১৭-১৮	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯					প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০	প্রক্ষেপণ ২০২০-২১
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমুহ														
		[১.১২] মুক্তিযোদ্ধাদের প্রত্যয়ন সংক্রান্ত ও সাময়িক সনদের আবেদন নিস্পত্তিকরণ।	[১.১২.১] সাময়িক সনদ প্রদানের আবেদন নিস্পত্তিকৃত	সংখ্যা	২	১৫০০	৩০০০	১০০০	৯৫০					
			[১.১২.২] প্রত্যয়ন সংক্রান্ত আবেদন নিস্পত্তিকৃত	সংখ্যা	১.৫	২৩০০	৫০০০	১২০০	১০০০					
		[১.১৩] ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসন সংকট নিরসনের জন্য বহুতল ভবন অবকাঠামো নির্মাণ।	[১.১৩.১] নির্মিত অবকাঠামো/ফ্ল্যাট/ইউনিট	সংখ্যা	১			৪০	৩৫	৩০	২৫	২০	২০০	২৫০
		[১.১৪] মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ।	[১.১৪.১] নির্মিত জেলা কমপ্লেক্স ভবন	সংখ্যা	১	৫	১১	৩	২	১				
			[১.১৪.২] নির্মিত উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন	সংখ্যা	১	১০০	৫৭	৬০	৫৫	৫০			৫০	
[২] মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণ	২৩	[২.১] মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি স্থাপনা সংরক্ষণ ও পুনঃনির্মাণ।	[২.১.১] সংরক্ষিত ও পুনঃনির্মিত স্মৃতি স্থাপনা	সংখ্যা	৮		১০	২৫০	২৪০	২৩০	২২০	২১০	৮০	
		[২.২] মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি / স্মারক চিহ্ন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে প্রদর্শন ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অবহিতকরণ।	[২.২.১] জাদুঘর পরিদর্শিত ব্যক্তি	সংখ্যা	৪	৩১৫০০	৩৫০০০	৪০০০০	৩৯৫০০	৩৯০০০	৩৮৫০০	৩৮০০০	৪০১০০	৪২০০০
			[২.২.২] জাদুঘর পরিদর্শিত শিক্ষার্থী	সংখ্যা	৪		২৯৪৫৫	৪০০০০	৩৯৫০০	৩৯০০০	৩৮৫০০	৩৮০০০	৫০০০০	৫৫০০০
			[২.২.৩] নির্মিত ডকুমেন্টারি ফিল্ম	সংখ্যা	০.৫	৩	২	২	১				২	২
		[২.৩] ঢাকাস্থ মীরপুরে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি চিহ্ন প্রদর্শন ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অবহিতকরণ।	[২.৩.১] জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ পরিদর্শিত ব্যক্তি	সংখ্যা	৩	৫২০০০	৫৫০০০	৫৫০০০	৫৪৫০০	৫৪০০০	৫৩৫০০	৫৩০০০	৫৬০০০	৫৭০০০
		[২.৪] মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ।	[২.৪.১] ঐতিহাসিক স্থানসমূহে নির্মিত ও সংরক্ষণকৃত স্মৃতি জাদুঘর	সংখ্যা	৩			২৫	২২	২০	১৮	১৬	২৫	৬০
		[২.৫] ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ (৩য় পর্যায়)।	[২.৫.১] স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণের কার্যাদেশ কালানুবর্তী প্রদানকৃত	তারিখ	০.৫			৩১.১২.১৮	৩১.০১.১৯					

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৬-১৭	প্রকৃত অর্জন* ২০১৭-১৮	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯					প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০	প্রক্ষেপণ ২০২০-২১
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমুহ														
[৩] বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনার জাগরণ এবং দেশাত্ববোধ শক্তিশালীকরণ	১৫	[৩.১] নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরার জন্য মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামান্যচিত্র ও ভ্রাম্যমান জাদুঘর প্রদর্শিত।	[৩.১.১] প্রামান্যচিত্র প্রদর্শিত দর্শনার্থী	জন (লক্ষ)	৩	১.৭৫	১.৮০	২.০০	১.৯৯৫	১.৯৯০	১.৯৮৫	১.৯৮০	২.০১	২.০২
			[৩.১.২] ভ্রাম্যমান জাদুঘর প্রদর্শিত ব্যক্তি	জন (লক্ষ)	৩	১.৭৫	১.৮০	২.০০	১.৯৯৫	১.৯৯০	১.৯৮৫	১.৯৮০	২.০১	২.০২
		[৩.২] নতুন প্রজন্মের জন্য মুক্তির উৎসবের আয়োজন।	[৩.২.১] অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী	সংখ্যা	২	১০০০০	১১০০০	১২০০০	১১৫০০	১১০০০	১০৫০০	১০০০০	১২০০০	১২৫০০
		[৩.৩] জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক সেমিনার/ ওয়ার্কসপ আয়োজন।	[৩.৩.১] অংশগ্রহণকারী	জন	২	১৪০	১৫০	১৬০	১৫৫	১৫০			১৬৫	১৭০
		[৩.৪] জেলা ও বিভাগীয় শিক্ষক সম্মেলন আয়োজন।	[৩.৪.১] অংশগ্রহণকারী শিক্ষক	জন	১	৪৮২	৪০০	৪০০	৩৭৫	৩৫০			৪১০	৪২০
		[৩.৫] মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সমিতি / সংগঠনসমূহের নিবন্ধন ও প্রাক-নিবন্ধন পরিবীক্ষণ এবং নিবন্ধিত সমিতি পরিদর্শন।	[৩.৫.১] পরিবীক্ষিত নিবন্ধিত ও প্রাক-নিবন্ধিত সংগঠন	সংখ্যা	১	২৫	২০	১৫	১৪	১২			১৫	১২
			[৩.৫.২] পরিদর্শিত নিবন্ধিত সমিতি	সংখ্যা	১	৪০	৪০	৫০	৪৫	৪০			৫৫	৬০
		[৩.৬] (১). মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্র স্থাপন; (২). বীরের কণ্ঠে বীরগাঁথা কর্মসূচি শীর্ষক প্রকল্প/কর্মসূচি প্রনয়ণসহ পরিকল্পনা কমিশনে/ অর্থ বিভাগে দাখিলকরণ।	[৩.৬.১] উন্নয়ন প্রকল্প / কর্মসূচি প্রস্তাব দাখিলকৃত	সংখ্যা	১		৫	২	১				৩	৪
		[৩.৭] বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/লাইব্রেরীতে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বই-পুস্তক অনুদান হিসেবে বিতরণ।	[৩.৭.১] বই-পুস্তক বিতরণকৃত	সংখ্যা	১			৩০০০	২৮০০	২৭০০	২৬০০	২৫০০	৩০০০	৩০০০
[৪] প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	৩	[৪.১] ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে মন্ত্রণালয়ে কর্মরত বিদ্যমান জনবল-কে আইটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আইটি ব্যবহারে দক্ষ করে গড়ে তোলা	[৪.১.১] আইটি ব্যবহারে প্রশিক্ষত ও দক্ষ জনবল	জন	৩			৩৫	৩০	২৮	২৫		৩৫	৪০

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৬-১৭	প্রকৃত অর্জন* ২০১৭-১৮	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯					প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০	প্রক্ষেপণ ২০২০-২১
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
[১] কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন	১০	[১.১] মন্ত্রণালয়/বিভাগে ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন	[১.১.১] ফ্রন্ট ডেস্কের মাধ্যমে গৃহীত ডাক ই-ফাইলিং সিস্টেমে আপলোডকৃত	%	১			৮০	৭০	৬০	৫৫	৫০		
			[১.১.২] ই-ফাইলে নথি নিষ্পত্তিকৃত **	%	১			৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০		
			[১.১.৩] ই-ফাইলে পত্র জারীকৃত ***	%	১			৪০	৩৫	৩০	২৫	২০		
		[১.২] মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক অনলাইন সেবা চালু করা	[১.২.১] ন্যূনতম একটি নতুন ই-সার্ভিস চালুকৃত	তারিখ	১			১৫.০১.১৯	১৭.০২.১৯	৩১.০৩.১৯	৩০.০৪.১৯	৩০.০৫.১৯		
		[১.৩] মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) বাস্তবায়ন	[১.৩.১] ডাটাবেজ অনুযায়ী ন্যূনতম দুটি নতুন উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃত	তারিখ	১			১১.০৩.১৯	১৮.০৩.১৯	২৫.০৩.১৯	০১.০৪.১৯	০৮.০৪.১৯		
		[১.৪] প্রতিটি শাখায় বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা প্রণয়ন ও বিনষ্ট করা	[১.৪.১] বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা প্রণীত	তারিখ	০.৫			১০.০১.১৯	১৭.০১.১৯	২৪.০১.১৯	২৮.০১.১৯	৩১.০১.১৯		
			[১.৪.২] প্রণীত তালিকা অনুযায়ী বিনষ্টকৃত নথি	%	০.৫			১০০	৯০	৮০	৭০	৬০		
		[১.৫] সিটিজেন্স চার্টার বাস্তবায়ন	[১.৫.১] হালনাগাদকৃত সিটিজেন্স চার্টার অনুযায়ী প্রদত্ত সেবা	%	১			৮০	৭৫	৭০	৬০	৫০		
			[১.৫.২] সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকৃত	তারিখ	১			৩১.১২.১৮	১৫.০১.১৯	০৭.০২.১৯	১৭.০২.১৯	২৮.০২.১৯		
		[১.৬] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	[১.৬.১] নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত	%	০.৫			৯০	৮০	৭০	৬০	৫০		
			[১.৬.২] অভিযোগ নিষ্পত্তির বিষয়ে অভিযোগকারীকে অবহিতকরণ	%	০.৫			৯০	৮০	৭০	৬০	৫০		
		[১.৭] পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ও ছুটি নগদায়নপত্র জারী করা	[১.৭.১] পিআরএল আদেশ জারীকৃত	%	০.৫			১০০	৯০	৮০	-	-		
			[১.৭.২] ছুটি নগদায়নপত্র জারীকৃত	%	০.৫			১০০	৯০	৮০	-	-		

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৬-১৭	প্রকৃত অর্জন* ২০১৭-১৮	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯					প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০	প্রক্ষেপণ ২০২০-২১
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
[২] আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৮	[২.১] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[২.১.১] ত্রিপক্ষীয় সভায় নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশকৃত অডিট আপত্তি	%	০.৫			৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০		
			[২.১.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	০.৫			৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০		
		[২.২] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা	[২.২.১] স্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত	তারিখ	০.৫			০৩.০২.১৯	১৭.০২.১৯	২৮.০২.১৯	২৮.০৩.১৯	১৫.০৪.১৯		
			[২.২.২] অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত	তারিখ	০.৫			০৩.০২.১৯	১৭.০২.১৯	২৮.০২.১৯	২৮.০৩.১৯	১৫.০৪.১৯		
		[২.৩] বাজেট বাস্তবায়নে উন্নয়ন	[২.৩.১] বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (Budget Implementation Plan) প্রণীত	সংখ্যা	০.৫			১	-	-	-	-		
			[২.৩.২] ত্রৈমাসিক বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	০.৫			৪	৩	-	-	-		
		[২.৪] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন	[২.৪.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত	%	২			১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০		
		[২.৫] বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[২.৫.১] ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত	%	০.৫			১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০		
		[২.৬] অব্যবহৃত/অকেজো যানবাহন বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী নিষ্পত্তিকরণ	[২.৬.১] নিষ্পত্তিকৃত	%	০.৫			৮০	৭০	৬০	৫০			
		[২.৭] বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা	[২.৭.১] বিদ্যুৎ বিল পরিশোধিত	%	১			১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০		
		[২.৮] শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদান	[২.৮.১] নিয়োগ প্রদানকৃত	%	১			৮০	৭০	৬০	৫০	৪০		

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৬-১৭	প্রকৃত অর্জন* ২০১৭-১৮	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯					প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০	প্রক্ষেপণ ২০২০-২১
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
[৩] জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৪	[৩.১] জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো বাস্তবায়ন ****	[৩.১.১] নির্ধারিত সময়ে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	১			৪	৩	-	-	-		
			[৩.১.২] জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়িত	%	১			১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০		
		[৩.২] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[৩.২.১] মন্ত্রণালয়/বিভাগের সকল তথ্য ও অনলাইন সেবা ৩৩৩ সহ তথ্য বাতায়নে সংযোজিত	%	১			১০০	৯০	৮০	-	-		
		[৩.৩] মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ	[৩.৩.১] বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	১			১৫.১০.১৮	২৯.১০.১৮	১৫.১১.১৮	২৯.১১.১৮	১৩.১২.১৮		

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৬-১৭	প্রকৃত অর্জন* ২০১৭-১৮	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯					প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০	প্রক্ষেপণ ২০২০-২১
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
[৪] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩	[৪.১] অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার সঙ্গে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর ও ওয়েবসাইটে আপলোড	[৪.১.১] স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত	তারিখ	০.৫			২৪.০৬.১৮	২৬.০৬.১৮	২৮.০৬.১৮				
		[৪.২] ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিল	[৪.২.১] মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	০.৫			১৯.০৮.১৮	২৭.০৮.১৮	২৯.০৮.১৮	০৩.০৯.১৮	০৫.০৯.১৮		
		[৪.৩] দপ্তর/সংস্থার ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে ফলাবর্তক (feedback) প্রদান	[৪.৩.১] ফলাবর্তক (feedback) প্রদত্ত	তারিখ	১			৩১.০১.১৯	০৭.০২.১৯	১০.০২.১৯	১১.০২.১৯	১৪.০২.১৯		
		[৪.৪] সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন	[৪.৪.১] আয়োজিত প্রশিক্ষণের সময়	জনঘণ্টা *	১			৬০	-	-	-	-		

*সাময়িক (provisional) তথ্য

আমি, সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর প্রতিনিধি হিসাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত:

....	৪/৭/২০১৮
সচিব মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	তারিখ
....	০৪.০৭.২০১৮
মন্ত্রিপরিষদ সচিব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	তারিখ

সংযোজনী-১

শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)

ক্রমিক নম্বর	শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)	বিবরণ
১	মুবিম	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২	সকম	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৩	জামুকা	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল
৪	বামুকট্রা	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্ট
৫	মুজাঘ	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর
৬	বিআরডিবি	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
৭	জেপ্র	জেলা প্রশাসন
৮	উজেপ্র	উপজেলা প্রশাসন
৯	পিডব্লিউডি	গণপূর্ত বিভাগ
১০	এলজিইডি	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ
১১	বামুস	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ
১২	এমটিবিএফ	মধ্য মেয়াদি বাজেট কাঠামো
১৩	ডিপিপি	উন্নয়ন প্রকল্প ছক / প্রস্তাব
১৪	টিবিডি	টু বি ডেভিলপ্ট
১৫	বিবিএস	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
১৬	ডিএসসিসি	ঢাকা দক্ষিন সিটি কর্পোরেশন

সংযোজনী- ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা এবং পরিমাপ পদ্ধতি-এর বিবরণ

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি	উপাত্ত সূত্র
[১.১] মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের সম্মানি ভাতা প্রদান।	[১.১.১] সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রীয় সম্মানীভাতা ভোগীর সংখ্যা এক লক্ষ হতে দুই লক্ষ জনে উন্নীত করা হয়েছে এবং জনপ্রতি মাসিক ভাতার হার ৫,০০০/- টাকা হতে ১০,০০০/- টাকায় উন্নীত করে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতার নীতিমালা, ২০১৩ অনুসারে রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। বিগত ৩ বছরে ৭৪৩৩ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে ১.৮৫২ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধাদের বরাবরে মাসিক ১০,০০০/- টাকা হারে সম্মানী ভাতা প্রদানের লক্ষমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও জেলা প্রশাসন	ত্রৈমাসিক কিস্তিতে জেলা ওয়ারি জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে উপজেলা নির্বাহি অফিসারদের নিকট মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রীয় সম্মানীভাতা ভোগীর সংখ্যানুযায়ী অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয় এবং সম্মানীভাতা বিতরণের বিবরণ অনুযায়ী সুবিধাভোগী মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা ও প্রদত্ত অর্থের পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতবেদন
[১.২] যুদ্ধাহত,খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতা প্রদান।	[১.২.১] সুবিধাপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত ও খেতাবপ্রাপ্ত শহীদ মুক্তিযোদ্ধা	শারীরিক অসামর্থ্যতা অনুযায়ী ০৪টি ক্যাটাগরিতে প্রতিবছর গড়ে ৭০২১ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও ৬৭৬ জন খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাকে “খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানীভাতা প্রদান নীতিমালা,২০১৬” অনুসারে রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	প্রতি কিস্তিতে ব্যাংক এ্যাডভাইজের মাধ্যমে ভাতা প্রদান করা হয় বিভাগওয়ারী এ্যাডভাইজের সিরিয়াল অনুযায়ী ভাতা প্রদানের সংখ্যা এবং প্রদত্ত অর্থের পরিমাপ করা হয়।	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট এর বার্ষিক প্রতিবেদন
[১.৩] মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান-সন্ততিদের বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি প্রদান।	[১.৩.১] বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের নিজস্ব অর্থায়নে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান/প্রজন্মের উচ্চশিক্ষায় আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য মেধাভিত্তিতে ২৩৫০ জন শিক্ষার্থীকে “বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি” প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া প্রতি বছর শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৬০০ জন হারে বৃদ্ধি করা হচ্ছে।	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	ব্যাংক এ্যাডভাইজের মাধ্যমে স্ব-স্ব সুবিধাভোগীর ব্যাংক হিসেবে বৃত্তির অর্থ প্রেরণ করা হয়। ব্যাংক এ্যাডভাইজের বিবরণের মাধ্যমে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা পরিমাপ করা হয়।	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট এর বার্ষিক প্রতিবেদন
[১.৪] যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের রেশন সুবিধা প্রদান।	[১.৪.১] সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নামে রেশন কার্ড ইস্যু করে থাকে। এ কার্ড প্রদর্শন করে প্রতিমাসে দেশের সকল পুলিশ লাইন থেকে কার্ডধারী যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যগন রেশন সামগ্রী গ্রহণ করে থাকে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ২৩০৪৫ জনকে রেশন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	বিভাগওয়ারী রেশন কার্ডের রেজিষ্টার সংরক্ষণ করা হয়। রেজিষ্টারে উল্লিখিত সুবিধাভোগীদের সংখ্যা গণনা করে মোট সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়।	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট এর বার্ষিক প্রতিবেদন
[১.৫] অনলাইনে মুক্তিযোদ্ধার ভুল তথ্য সংশোধন।	[১.৫.১] ভুল তথ্য কালানুবর্তী সংশোধনকৃত	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তথ্য বাতায়নে মক্তিযোদ্ধাদের ডিজিটাইজেশনকৃত তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। উক্ত তথ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের নাম, পিতার নাম, গ্রাম প্রভৃতি তথ্যে ভুল সংশোধনের জন্য সরাসরি আবেদন প্রাপ্তির সাপেক্ষে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংশোধন করা হয়ে থাকে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৪৫০০ জন আবেদনকারীর আবেদন সংশোধন করা হয়েছে। আগামী ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আবেদন প্রাপ্তির ৩ কার্যদিবসের মধ্যে ভুল তথ্য সংশোধনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	প্রতিটি আবেদন প্রাপ্তির তারিখ ও সংশোধনের তারিখ রেকর্ড করার মাধ্যমে সংশোধনের কার্যদিবস পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি	উপাত্ত সূত্র
[১.৬] যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সুবিধা প্রদান।	[১.৬.১] সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি	যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ৩৬০ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাকে দেশে-বিদেশে চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩৭০ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাকে চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	ব্যাংক এ্যাডভাইজের মাধ্যমে স্ব-স্ব সুবিধাভোগীর ব্যাংক হিসেবে চিকিৎসার অর্থ প্রেরণ করা হয়। ব্যাংক এ্যাডভাইজে উল্লিখিত বিভাগওয়ারী ক্রমিক সংখ্যা গণনা করে মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা নির্ধারণ ও প্রদত্ত অর্থের পরিমাপ করা হয়।	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট এর বার্ষিক প্রতিবেদন
[১.৭] মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের ক্ষুদ্রঋণ প্রদান।	[১.৭.১] সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের সন্তান-সন্ততিদের আত্ম-কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে ৩৭.৫০ কোটি টাকার ঘূর্ণায়মান তহবিল থেকে বিগত ৩ বৎসরে ৬৬০০ জন মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ শেষে প্রায় ৩১৫০.৪১ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবৎসরে আরো ২৩০০ জনকে প্রশিক্ষণ শেষে ঋণ প্রদান করার লক্ষমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	বিআরডিবি-এর প্রেরিত প্রতিবেদন হতে মোট ঋণ প্রদানকৃত ব্যক্তির সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[১.৮] মুক্তিযোদ্ধাদের নাম গেজেটে অর্ন্তভুক্তি (বীরাঙ্গনাসহ), সংশোধিত গেজেট প্রকাশ ও এ সংক্রান্ত আবেদন নিষ্পত্তিকরণ।	[১.৮.১] নিষ্পত্তিকৃত আবেদন	মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সংস্থা/বিভাগ/যাচাই-বাছাই কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাইক্রমে ও জামুকার সুপারিশের আলোকে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের গত ৩ বৎসরে ৬৮০০ টি গেজেট সংশোধনীসহ প্রকাশ করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবৎসরে আরো ২৪০০ টি গেজেট(সংশোধনীসহ প্রকাশ করার লক্ষমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	গেজেট প্রকাশের বিজ্ঞপ্তি বিজি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়ে থাকে ও প্রকাশিত গেজেটের কপি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের গেজেট শাখায় প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ গেজেটের প্রেরিত কপি হতে মোট সংখ্যা পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[১.৯] হাট-বাজারের ইজারালব্ধ প্রাপ্ত ৪% অর্থ মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে বরাদ্দকরণ।	[১.৯.১] অর্থ বরাদ্দ কালানুবর্তী সমাপ্তকরণ	মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সারা দেশে প্রতিটি হাট বাজারের ইজারালব্ধ আয় হতে মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যানে ৪% অর্থ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। উক্ত প্রাপ্ত অর্থ মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে "মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে দেশের সরকারি হাট-বাজারসমূহের ইজারালব্ধ আয়ের ৪% অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত নীতিমালা- ২০১৬" অনুযায়ী বিতরণ করা হয়ে থাকে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ২৮/০২/২০১৯ এর মধ্যে প্রাপ্ত অর্থ বর্ণিত নীতিমালা অনুযায়ী মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে বরাদ্দকরনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	অফিস আদেশ জারির তারিখ-এর মাধ্যমে এ বরাদ্দ প্রদানের কাল পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[১.১০] G2P পদ্ধতির মাধ্যমে (ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে) মুক্তিযোদ্ধা সম্মানি ভাতা প্রদান।	[১.১০.১] সম্মানি ভাতা ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে প্রদানকৃত (পাইলট কর্মসূচি হিসেবে)	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের সম্মানী ভাতা প্রত্যেক মাসে সরাসরি তাঁদের ব্যাংক একাউন্টে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে প্রদান করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন রয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবৎসরে পাইলট কর্মসূচি হিসেবে কক্সবাজার জেলার সকল মুক্তিযোদ্ধাকে (৩৫০ জন) সরাসরি তাঁদের ব্যাংক একাউন্টে সম্মানী ভাতা প্রদান করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	এটুআই প্রকল্প এর কারিগরি সহায়তায় প্রস্তুতকৃত এপ্লিকেশন সফটওয়ার ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনের মাধ্যমে সম্মানী ভাতা প্রদানকৃত মুক্তিযোদ্ধার মোট সংখ্যা পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি	উপাত্ত সূত্র
[১.১১] যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের উন্নত মানের আইডি কার্ড প্রদান।	[১.১১.১] আইডি কার্ড প্রদানকৃত	যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাপ্য যাবতীয় সুযোগ-সুবিধাদি প্রদান সহজীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় যৌথভাবে উন্নত মানের আইডি কার্ড প্রস্তুত করে তা যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বিতরণ করে থাকে। গত অর্থ বছরে ৩০০ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে উন্নত মানের আইডি কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে আরো ৩০০ জন মুক্তিযোদ্ধাকে উন্নত মানের আইডি কার্ড প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	উন্নত মানের আইডি কার্ডের রেজিষ্টার সংরক্ষণ করা হয়। উন্নত মানের আইডি কার্ডের রেজিষ্টারের ক্রমিক সংখ্যা গণনা পূর্বক মোট প্রদানকৃত উন্নত মানের আইডি কার্ডের সংখ্যা নিরুপন করা হয়ে থাকে।	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট এর বার্ষিক প্রতিবেদন
[১.১২] মুক্তিযোদ্ধাদের প্রত্যয়ন সংক্রান্ত ও সাময়িক সনদের আবেদন নিস্পত্তিকরণ।	[১.১২.১] সাময়িক সনদ প্রদানের আবেদন নিস্পত্তিকৃত	মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে যাচাই-বাছাইক্রমে তালিকায় ঘোষিত / বিভিন্ন প্রমানক অনুয়ায়ী মুক্তিযোদ্ধাদের গত ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে মুক্তিযোদ্ধাদের ৮৪৭ টি সনদের আবেদনপত্র নিস্পত্তি, ৫৯০ টি সাময়িক সনদপত্র ইস্যু করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবৎসরে ১০০০ টি সনদপত্রের আবেদন নিস্পত্তির লক্ষমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	নিস্পত্তিকৃত সনদপত্রের আবেদনসমূহ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সনদ শাখায় রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয় এবং আবেদনকারীদেরকে মোবাইল এস এম এস-এর মাধ্যমে অবহিত করা হয়ে থাকে। রেজিস্টার অনুযায়ী নিস্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা ও এস এম এস এর সংখ্যা অনুযায়ী মোট সংখ্যা পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
	[১.১২.২] প্রত্যয়ন সংক্রান্ত আবেদন নিস্পত্তিকৃত	মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে এবং বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে যাচাই-বাছাইক্রমে তালিকায় ঘোষিত / বিভিন্ন প্রমানক অনুয়ায়ী ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে মুক্তিযোদ্ধাদের ৫০০০ টি প্রত্যয়নের আবেদনপত্র / দাপ্তরিক চিঠি নিস্পত্তি করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবৎসরে ১২০০ টি আবেদনপত্র / দাপ্তরিক চিঠি নিস্পত্তি করার লক্ষমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	প্রস্তুতকৃত প্রত্যয়নসমূহ প্রত্যাশী মন্ত্রণালয়/বিভাগে ইস্যু রেজিষ্টারের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়ে থাকে ও প্রত্যেকটি প্রত্যয়নের অফিসকপি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রত্যয়ন শাখায় সংরক্ষিত থাকে। ইস্যু রেজিষ্টার ও সংরক্ষিত প্রত্যায়িত কপি হতে মোট সংখ্যা পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[১.১৩] ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসন সংকট নিরসনের জন্য বহুতল ভবন অবকাঠামো নির্মাণ।	[১.১৩.১] নির্মিত অবকাঠামো/ফ্ল্যাট/ইউনিট	ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধার আবাসন সংকট নিরসনের জন্য বহুতল ভবন অবকাঠামো নির্মাণ-এর জন্য একটি প্রকল্প চলিত অর্থ বছরে অনুমোদিত হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবৎসরে ভবনের অবকাঠামোসহ ৪০টি ফ্ল্যাট/ইউনিট নির্মাণ করার লক্ষমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ-এর প্রকল্প পরিচালক-এর দপ্তর হতে প্রেরিত প্রতিবেদন ও এ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা শাখা হতে অর্থ বরাদ্দের পরিমান হতে নির্মিত অবকাঠামো/ফ্ল্যাট/ইউনিট সংখ্যা পরিমাপযোগ্য।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি	উপাত্ত সূত্র
[১.১৪] মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ।	[১.১৪.১] নির্মিত জেলা কমপ্লেক্স ভবন	মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণের জন্য জেলায় গত ৩ বৎসরে ৩৬ টি জেলা কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবৎসরে আরো ০৩ টি জেলা কমপ্লেক্স নির্মাণ করার লক্ষমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	জেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ-এর প্রকল্প পরিচালক-এর দপ্তর হতে প্রেরিত প্রতিবেদন ও এ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা শাখা হতে অর্থ বরাদ্দের পরিমান হতে নির্মিত জেলা কমপ্লেক্স -এর সংখ্যা পরিমাপযোগ্য।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
	[১.১৪.২] নির্মিত উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন	মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণের জন্য গত ৩ বৎসরে ২৫৭ টি উপজেলা কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবৎসরে আরো ৬০টি উপজেলা কমপ্লেক্স নির্মাণ করার লক্ষমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ-এর প্রকল্প পরিচালক-এর দপ্তর হতে প্রেরিত প্রতিবেদন ও এ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা শাখা হতে অর্থ বরাদ্দের পরিমান হতে নির্মিত উপজেলা কমপ্লেক্স-এর সংখ্যা পরিমাপযোগ্য।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতবেদন
[২.১] মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি স্থাপনা সংরক্ষণ ও পুনঃনির্মাণ।	[২.১.১] সংরক্ষিত ও পুনঃনির্মিত স্মৃতি স্থাপনা	মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রতকরনের নিমিত্ত মক্তিযুদ্ধের স্মৃতি স্থাপনা সংরক্ষণ ও নির্মাণ করা হয়েছে। আগামী ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ২৫০ টি স্মৃতি স্থাপনা সংরক্ষণ/ পুনঃনির্মাণ এর লক্ষমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এলজিইডি	প্রকল্প পরিচালক-এর দপ্তর হতে প্রেরিত প্রতিবেদন ও এ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা শাখা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন হতে সংরক্ষণকৃত /পুনঃনির্মাণকৃত স্মৃতি স্থাপনা এর সংখ্যা পরিমাপযোগ্য।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বার্ষিক প্রতিবেদন
[২.২] মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি / স্মারক চিহ্ন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে প্রদর্শন ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অবহিতকরণ।	[২.২.১] জাদুঘর পরিদর্শিত ব্যক্তি	মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য বিগত ৩ বৎসরে প্রায় ৯৩৭৮৯ জন দর্শনার্থী মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেছেন। তাঁদেরকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবৎসরে ৪০,০০০ জন দর্শনার্থী কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করার লক্ষমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শনকারীদের গণনার জন্য একটি রেজিস্টার রয়েছে। রেজিস্টারের ক্রমিক সংখ্যা গণনা করে মোট দর্শনার্থীর সংখ্যা পরিমাপ করা হয়ে থাকে।	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্ষিক প্রতিবেদন
	[২.২.২] জাদুঘর পরিদর্শিত শিক্ষার্থী	২০১৮-১৯ অর্থবৎসরে ৩০,০০০ জন শিক্ষার্থীকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে মহান মুক্তিযুদ্ধের সংরক্ষিত স্মৃতিচিহ্নসমূহসহ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করানোর লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শনকারীদের গণনার জন্য একটি রেজিস্টার রয়েছে। রেজিস্টারের ক্রমিক সংখ্যা গণনা করে মোট দর্শনার্থীর সংখ্যা পরিমাপ করা হয়ে থাকে।	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্ষিক প্রতিবেদন
	[২.২.৩] নির্মিত ডকুমেন্টারি ফিল্ম	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃক গত ৩ বৎসরে ৬ টি ডকুমেন্টারি ফিল্ম নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবৎসরে আরো ২ টি ডকুমেন্টারি ফিল্ম নির্মাণ করার লক্ষমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	ডকুমেন্টারি ফিল্ম প্রস্তুতের পর তা ফিল্ম সংগ্রহরে রেজিস্টারে অন্তর্ভূক্ত করা হয়ে থাকে। অর্থ বছর অনুযায়ী রেজিস্টারের ক্রমিক সংখ্যা গণনা পূর্বক মোট প্রস্তুতকৃত ডকুমেন্টরি ফিল্মের সংখ্যা পরিমাপযোগ্য।	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্ষিক প্রতিবেদন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি	উপাত্ত সূত্র
[২.৩] ঢাকাস্থ মীরপুরে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি চিহ্ন প্রদর্শন ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অবহিতকরণ।	[২.৩.১] জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ পরিদর্শিত ব্যক্তি	১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে মিরপুর পাম্প হাউসে ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যা সংঘটিত হয়। উক্তস্থানটি “মিরপুর জল্লাদখানা বধ্যভূমি” নামে পরিচিত । গত ৩ বৎসরে প্রায় ১,৩৬,০০০ দর্শনার্থী স্থানটি পরিদর্শন করেছেন। তাঁদেরকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবৎসরে ৫৬০০০ জন দর্শনার্থী কর্তৃক মিরপুর জল্লাদখানা বধ্যভূমি পরিদর্শন করার লক্ষমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	মিরপুর জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ পরিদর্শনকালে পরিদর্শনকারীদের এক্সেশন রেজিস্টারের মাধ্যমে জল্লাদখানার অভ্যন্তরে প্রবেশের ব্যবস্থা করা হয়। এক্সেশন রেজিস্টারের ক্রমিক নম্বর গণনার মাধ্যমে মোট সংখ্যা নিরুপন করা হয়ে থাকে।	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্ষিক প্রতিবেদন
[২.৪] মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ।	[২.৪.১] ঐতিহাসিক স্থানসমূহে নির্মিত ও সংরক্ষণকৃত স্মৃতি জাদুঘর	১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠন স্থানটিতে স্মৃতি স্থাপনা নির্মান করা হয়েছে। তাছাড়া মহান মুক্তিযদ্ধের প্রাক্কালে পাক হানাদার বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে অনেক বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ যে সকল স্থানে স্মৃতি স্থাপনা নির্মিত হয়েছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্মৃতি স্থাপনা জরাজীর্ণ হয়ে পড়ায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে মেরামত/ সংস্কারের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যা চলিত অর্থ বছরে অনুমোদিত হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ২৫০টি স্মৃতি স্থাপনা মেরামত/সংস্কারের লক্ষমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও গণপূর্ত অধিদপ্তর	স্মৃতি স্থাপনা মেরামত / সংস্কার প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক-এর দপ্তর হতে প্রেরিত প্রতিবেদন ও এ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা শাখা হতে অর্থ বরাদ্দের পরিমান হতে মেরামত / সংস্কারকৃত স্মৃতি স্থাপনা পরিমাপযোগ্য।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বার্ষিক প্রতিবেদন
[২.৫] ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ (৩য় পর্যায়)।	[২.৫.১] স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণের কার্যাদেশ কালানুবর্তী প্রদানকৃত	বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতীক ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যান মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি স্মৃতি বিজড়িত স্থান। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীন্তা স্তম্ভ নির্মিত হলেও জাতির পিতার ৭ই মার্চের ভাষন, ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণ এবং ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণের স্থান সংরক্ষন করার লক্ষ্যে ৩য় পর্যায়ে প্রকল্প নেওয়া হয়েছে ও সরকার কর্তৃক তা অনুমোদিত হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরর প্রকল্পের কাজের দরপত্র আহবানসহ কার্যাদেশপ্রদানের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	ঢাকা দক্ষিন সিটি কর্পোরেশন, গণপূর্ত বিভাগ ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	গণপূর্ত বিভাগ এর নির্মাণের কার্যাদেশের অনুলিপি ও মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা শাখা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে তারিখ পরিমাপযোগ্য।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি	উপাত্ত সূত্র
[৩.১] নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরার জন্য মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামান্যচিত্র ও ভ্রাম্যমান জাদুঘর প্রদর্শিত।	[৩.১.১] প্রামান্যচিত্র প্রদর্শিত দর্শনার্থী	ভ্রাম্যমান জাদুঘর প্রদর্শনের মাধ্যমে বিগত ৩ বৎসরে দেশব্যাপী ৩৩৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামান্যচিত্র ও ভ্রাম্যমান জাদুঘর প্রদর্শন করা হয়েছে। এতে প্রায় ৪.০০ লক্ষ জন শিক্ষার্থী ও দর্শনার্থীকে প্রামান্যচিত্র প্রদর্শণ করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবৎসরে ১২০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২.০০ লক্ষ জন শিক্ষার্থী ও দর্শনার্থীকে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামান্যচিত্র প্রদর্শিত করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভ্রাম্যমান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরসহ মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামন্যচিত্র বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বছরের প্রারম্ভেই কর্মসূচি প্রণয়ন পূর্বক প্রদর্শন করানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ক্যালেন্ডার অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রদর্শনের পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের নিকট থেকে প্রত্যয়ন এবং জাদুঘর ও প্রামান্যচিত্র প্রদর্শিত ব্যক্তিদের হাজিরা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। হাজিরায় প্রদর্শিত ব্যক্তির সংখ্যা হতেই মোট পরিদর্শনকারী ব্যক্তির সংখ্যা নিরুপন করা হয়ে থাকে।	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্ষিক প্রতিবেদন
	[৩.১.২] ভ্রাম্যমান জাদুঘর প্রদর্শিত ব্যক্তি	ভ্রাম্যমান জাদুঘর প্রদর্শনের মাধ্যমে বিগত ৩ বৎসরে দেশব্যাপী ৩৩৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামান্যচিত্র ও ভ্রাম্যমান জাদুঘর প্রদর্শন করা হয়েছে। এতে প্রায় ৪.০০ লক্ষ জন শিক্ষার্থী ও দর্শনার্থীকে প্রামান্যচিত্র প্রদর্শণ করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবৎসরে ১২০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২.০০ লক্ষ জন শিক্ষার্থী ও দর্শনার্থীকে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামান্যচিত্র প্রদর্শিত করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভ্রাম্যমান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরসহ মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামন্যচিত্র বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বছরের প্রারম্ভেই কর্মসূচি প্রণয়ন পূর্বক প্রদর্শন করানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ক্যালেন্ডার অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রদর্শনের পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের নিকট থেকে প্রত্যয়ন এবঙ জাদুঘর ও প্রামান্যচিত্র প্রদর্শিত ব্যক্তিদের হাজিরা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। হাজিরার সংখ্যা হতেই মোট পরিদর্শনকারী ব্যক্তির সংখ্যা নিরুপন করা হয়ে থাকে।	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্ষিক প্রতিবেদন
[৩.২] নতুন প্রজন্মের জন্য মুক্তির উৎসবের আয়োজন।	[৩.২.১] অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী	শিক্ষার্থীদের দেশ গড়ার শপথে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গত ৩ বৎসরে ৩টি মুক্তির উৎসবের আয়োজন করে। এতে প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে। ২০১৮-১৯ অর্থবৎসরে ১২,০০০ শিক্ষার্থীকে মুক্তির উৎসবে অংশগ্রহন করানোর লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে প্রতিবছর মুক্তির উৎসবের আয়োজন করা হয়। উক্ত খেলার মাঠের প্রবেশ পথে ক্রমসংখ্যা নির্নায়ক ইলেকট্রনিক আর্চারির মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মাঠে প্রবেশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আর্চারিতে রেকর্ডকৃত ক্রম সংখ্যা হতে মোট অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বার্ষিক প্রতিবেদন
[৩.৩] জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক সেমিনার/ ওয়ার্কসপ আয়োজন।	[৩.৩.১] অংশগ্রহণকারী	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বিগত ৩ বছরে ৪টি জাতীয় ও ১টি আন্তর্জাতিকসহ মোট ৫টি সেমিনার/ওয়ার্কসপ আয়োজন করেছে। এতে প্রায় ৫৫০ জন দেশী ও বিদেশী ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন। ২০১৮-১৯ অর্থবৎসরে ৩টি জাতীয় ও ১টি আন্তর্জাতিক সেমিনার/ওয়ার্কসপ আয়োজন করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার/ওয়ার্কসপ আয়োজনের ক্ষেত্রে অংগ্রহণকারী দেশি ও বিদেশি অংশগ্রহণকারীদের রেজিস্ট্রেশন করানো হয়। রেজিস্ট্রেশনের ক্রমিক সংখ্যা গণনা করে মোট অংশগ্রহণকারী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সংখ্যা নিরুপণ করা হয়ে থাকে।	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বার্ষিক প্রতিবেদন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি	উপাত্ত সূত্র
[৩.৪] জেলা ও বিভাগীয় শিক্ষক সম্মেলন আয়োজন।	[৩.৪.১] অংশগ্রহণকারী শিক্ষক	মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনা জাগরন এবং দেশাত্ববোধ শক্তিশালীকরণার্থে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বিগত ৩ বছরে ১২ টি শিক্ষক সম্মেলন করে। এতে প্রায় ৪৫০ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন এবং ৫ টি বিভাগীয় সম্মেলনে প্রায় ১০০০ জন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। ২০১৮-১৯ অর্থবৎসরে ৪ টি শিক্ষক সম্মেলন ও ২টি বিভাগীয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সম্মেলন করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	অংশগ্রহণ কারী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন করা হয়। রেজিস্ট্রেশনের সংখ্যা হতেই মোট অংশগ্রহণকারী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সংখ্যা নিরুপণ করা হয়ে থাকে।	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বার্ষিক প্রতিবেদন
[৩.৫] মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সমিতি / সংগঠনসমূহের নিবন্ধন ও প্রাক-নিবন্ধন পরিবীক্ষণ এবং নিবন্ধিত সমিতি পরিদর্শন।	[৩.৫.১] পরিবীক্ষিত নিবন্ধিত ও প্রাক-নিবন্ধিত সংগঠন	বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারবর্গের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল ৬৫টি সংগঠন/সমিতি নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে প্রাক-নিবন্ধনের লক্ষ্যে ১৫ টি সমিতি পরিবীক্ষণ-এর লক্ষমাত্রা রায়েছে।	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল	আবেদিত মুক্তিযোদ্ধা সমিতি ও মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক সংগঠনের আবেদন সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। রেজিস্টারের ক্রমিক সংখ্যা হতেই মোট সংখ্যা নিরুপন করা হয়।	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের বার্ষিক প্রতিবেদন।
	[৩.৫.২] পরিদর্শিত নিবন্ধিত সমিতি	গত তিন বছরে ১২০টি নিবন্ধিত মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক সংগঠন ও মুক্তিযোদ্ধা সমিতি পরিদর্শন করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে ৫০টি নিবন্ধিত সংগঠন/ সমিতি পরিদর্শনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল	সমিতি পরিদর্শনের পরপরই পরিদর্শন কর্মকর্তাগণ পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল করে থাকেন। পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী মোট পরিদর্শিত সমিতির সংখ্যা পরিমাপ করা হয়ে থাকে।	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের বার্ষিক প্রতিবেদন।
[৩.৬] (১). মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্র স্থাপন; (২). বীরের কন্ঠে বীরগাঁথা কর্মসূচি শীর্ষক প্রকল্প/কর্মসূচি প্রনয়ণসহ পরিকল্পনা কমিশনে/ অর্থ বিভাগে দাখিলকরণ।	[৩.৬.১] উন্নয়ন প্রকল্প / কর্মসূচি প্রস্তাব দাখিলকৃত	মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের সবুজ পাতাভুক্ত ২টি উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নসহ তা পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	ডিপিপি প্রণয়ন পূর্বক তার পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের তথ্য হতে প্রেরিত ডিপিপির দাখিলের সংখ্যা পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[৩.৭] বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/লাইব্রেরীতে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বই-পুস্তক অনুদান হিসেবে বিতরণ।	[৩.৭.১] বই-পুস্তক বিতরণকৃত	মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/লাইব্রেরীতে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বই-পুস্তক অনুদান হিসেবে বিতরণ করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৩০০০টি বই-পুস্তক অনুদান হিসেবে বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/লাইব্রেরীতে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বই-পুস্তক অনুদান হিসেবে বিতরণের রেজিষ্টার ও পেরিত পত্রের আলোকে বিতরণকৃত বই-পুস্তকের সংখ্যা পরিমাপযোগ্য।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[৪.১] ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে মন্ত্রণালয়ে কর্মরত বিদ্যমান জনবল-কে আইটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আইটি ব্যবহারে দক্ষ করে গড়ে তোলা	[৪.১.১] আইটি ব্যবহারে প্রশিক্ষত ও দক্ষ জনবল	বাংলাদেশ সরকারের ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের কর্মরত বিদ্যমান জনবল-কে আইটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আইটি ব্যবহারে দক্ষ করে গড়ে তোলা একান্ত অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৩৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারিকে আইটি ব্যবহারে প্রশিক্ষিতকরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	আইটি প্রশিক্ষণের সনদ / প্রত্যয়ন পত্রের মাধ্যমে আইটি প্রশিক্ষিতকরণের সংখ্যা পরিমাপযোগ্য।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন

সংযোজনী ৩: অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের/অধিদপ্তর/সংস্থা-এর নিকট প্রত্যাশিত সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন সহায়তাসমূহ

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	প্রতিষ্ঠানের নাম	সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচক	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রত্যাশিত সহায়তা	প্রত্যাশার যৌক্তিকতা	প্রত্যাশা পূরণ না হলে সম্ভাব্য প্রভাব
মন্ত্রণালয়	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	নির্মিত জেলা কমপ্লেক্স ভবন	সংশ্লিষ্ট ডিপিপি অনুযায়ী নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন	গনপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক কর্মসম্পাদন সূচকটি বাস্তবায়িত হয়ে থাকে বিধায় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-এর নিকট নিকট পরোক্ষভাবে এরুপ চাহিদার /প্রত্যাশার যৌক্তিকতা।	মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ বিঘ্নিত হবে ও তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীতকরণ ব্যাহত হবে।
মন্ত্রণালয়	স্থানীয় সরকার বিভাগঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	নির্মিত উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন	সংশ্লিষ্ট ডিপিপি অনুযায়ী নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন	এলজিইডি কর্তৃক কর্মসম্পাদন সূচকটি বাস্তবায়িত হয়ে থাকে বিধায় স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর নিকট পরোক্ষভাবে এরুপ চাহিদার /প্রত্যাশা করা হয়ে থাকে।	অস্বচ্ছল ও ভূমিহীন মুক্তিযোদ্ধা এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের আবাসন নিশ্চিত করা যাবে না। ফলে এসডিজি-এর লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবে না।
মন্ত্রণালয়	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগঃ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	অংশগ্রহণকারী শিক্ষক	সরেজমিনে জরিপের ফলাফল/প্রভাব সম্পর্কিত প্রতিবেদন	মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীত (দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাব)সহ নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ও আদর্শে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ (মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রত করার উপর প্রভাব)	প্রত্যাশা পূরণ না হলে মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীত (দারিদ্র্য নিরসন)সহ নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বদ্ধ হয়েছে কিনা সে বিষয়ে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ণয় করা সম্ভব হবে না।
মন্ত্রণালয়	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগঃ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী	সরেজমিনে জরিপের ফলাফল/প্রভাব সম্পর্কিত প্রতিবেদন	মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীত (দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাব)সহ নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ও আদর্শে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ (মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রত করার উপর প্রভাব)	প্রত্যাশা পূরণ না হলে মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীত (দারিদ্র্য নিরসন)সহ নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বদ্ধ হয়েছে কিনা সে বিষয়ে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ণয় করা সম্ভব হবে না।
মন্ত্রণালয়	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগঃ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	প্রামান্যচিত্র প্রদর্শিত দর্শনার্থী	সরেজমিনে জরিপের ফলাফল/প্রভাব সম্পর্কিত প্রতিবেদন	মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীত (দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাব)সহ নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ও আদর্শে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ (মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রত করার উপর প্রভাব)	প্রত্যাশা পূরণ না হলে মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীত (দারিদ্র্য নিরসন)সহ নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বদ্ধ হয়েছে কিনা সে বিষয়ে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ণয় করা সম্ভব হবে না।
মন্ত্রণালয়	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগঃ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	জাদুঘর পরিদর্শিত ব্যক্তি	সরেজমিনে জরিপের ফলাফল/প্রভাব সম্পর্কিত প্রতিবেদন	মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীত (দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাব)সহ নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ও আদর্শে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ (মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রত করার উপর প্রভাব)	প্রত্যাশা পূরণ না হলে মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীত (দারিদ্র্য নিরসন)সহ নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বদ্ধ হয়েছে কিনা সে বিষয়ে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ণয় করা সম্ভব হবে না।
মন্ত্রণালয়	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগঃ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী	সরেজমিনে জরিপের ফলাফল/প্রভাব সম্পর্কিত প্রতিবেদন	মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীত (দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাব)সহ নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ও আদর্শে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ (মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রত করার উপর প্রভাব)	প্রত্যাশা পূরণ না হলে মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীত (দারিদ্র্য নিরসন)সহ নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বদ্ধ হয়েছে কিনা সে বিষয়ে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ণয় করা সম্ভব হবে না।

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	প্রতিষ্ঠানের নাম	সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচক	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রত্যাশিত সহায়তা	প্রত্যাশার যৌক্তিকতা	প্রত্যাশা পূরণ না হলে সম্ভাব্য প্রভাব
মন্ত্রণালয়	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগঃ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সুবিধাপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত ও খেতাবপ্রাপ্ত শহীদ মুক্তিযোদ্ধা	সরেজমিনে জরিপের ফলাফল/প্রভাব সম্পর্কিত প্রতিবেদন	মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীত (দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাব)সহ নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ও আদর্শে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ (মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রত করার উপর প্রভাব)	প্রত্যাশা পূরণ না হলে মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীত (দারিদ্র্য নিরসন)সহ নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বদ্ধ হয়েছে কিনা সে বিষয়ে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ণয় করা সম্ভব হবে না।
মন্ত্রণালয়	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি	বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাণী ভাতা বিতরণ নীতিমালার, ২০১৩ অনুযায়ী ভাতা বিতরণযোগ্য মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রেরণ ও সুষ্ঠুভাবে ভাতা বিতরণ।	বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা বিতরণ নীতিমালা,২০১৩ অনুযায়ী সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক কর্মসম্পাদন সূচকটি বাস্তবায়িত হয়ে থাকে বিধায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালযের নিকট পরোক্ষভাবে এরুপ চাহিদার /প্রত্যাশার যৌক্তিকতা।	প্রত্যাশা পূরণ না হলে মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে এবং এসডিজি-এর লক্ষ্যমাত্রা পূরণ বিলম্বিত হবে।
মন্ত্রণালয়	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি	বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাণী ভাতা বিতরণ নীতিমালার, ২০১৩ অনুযায়ী ভাতা বিতরণযোগ্য মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রেরণ ও সুষ্ঠুভাবে ভাতা বিতরণ।	বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা বিতরণ নীতিমালা,২০১৩ অনুযায়ী জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক কর্মসম্পাদন সূচকটি বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করা হয় বিধায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নিকট পরোক্ষভাবে এরুপ চাহিদা /প্রত্যাশা করা হয়েছে।	প্রত্যাশা পূরণ না হলে মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে এবং এসডিজি-এর লক্ষ্যমাত্রা পূরণ বিলম্বিত হবে।